168

ভোরের কাগজ

তারিখ ... 29 DEC 1998 ...
পৃষ্ঠা: 2 কলাম ...

ঢা.বির সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি মামলার চার্জশিট দাখিল

আদালত প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে দুর্নীতি মামলায় চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। দুর্নীতি দমন ব্যুরোর পরিদর্শক আর কে হালদার প্রায় এক বছর তিন মাস সময় ধরে তদন্ত শেষে এই চার্জশিট দাখিল করেন।

ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে অবৈধপন্থায় জামাতাকে পদোন্নতি প্রদান, মাস্টার্সে ১৫ ছাত্রকে নিয়মবহির্ভূতভাবে ভর্তি করানো এবং শ্রীলংকায় ভ্রমণের নামে আনুমানিক হাজার বিশেক টাকা সরকারি কোষাগার থেকে উত্তোলনের অভিযোগে দুর্নীতি দমন ব্যুরো ১৯৯৭ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর এ মামলা দায়ের করে। মামলায় সাবেক উপাচার্যের মেয়ের জামাই সমাজকল্যাণ ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক এ এস এম আতীকুর রহমান এবং পরিচালক মুহাম্মদ হাফিজুল ইসলামকেও আসামি করা হয়েছে।

চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে, অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকাকালীন ১৯৯৫ সালের ৩১ আগস্ট থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শ্রীলংকার রাজধানীতে অনুষ্ঠিত একটি শিক্ষা সম্মেলনে অংশ নেন। সম্মেলনে যোগদানকারী সকল অতিথির থাকা, খাওয়া, যাতায়াত এবং বিমান ভাড়াসহ যাবতীয় খরচ আমন্ত্রণদাতারা বহন করেন। কিন্তু সাবেক ভিসি দেশে ফিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল থেকে পকেটভাতা হিসেবে খরচ দেখিয়ে আনুমানিক হাজার বিশেক টাকা গ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা অনুযায়ী যেহেতু তিনি কোনো সরকারি কাজে বিদেশ ভ্রমণ করেননি তাই তিনি কোনো পকেটভাতা দাবি করতে পারেন না।

চার্জশিটে আরো উল্লেখ করা হয়, অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ ক্ষমতার অপব্যবহার করে ১৯৯২-৯৩ শিক্ষাবর্ষে সমাজকল্যাণ ইনস্টিটিউটে মাস্টার্স প্রথম পর্বে ১৫ ছাত্রছাত্রীকে অবৈধভাবে ভর্তি করানোর জন্য তৎকালীন পরিচালক মুহাম্মদ হাফিজুল ইসলামকে নির্দেশ দেন। এই ১৫ জনের মধ্যে ১৪ জনই ভর্তি পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়নি। এ ছাড়া প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে প্রভাব খাটিয়ে নিজের মেয়ের জামাই এ এস এম আতীকুর রহমানকে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করেন।